বিষের বাঁশী

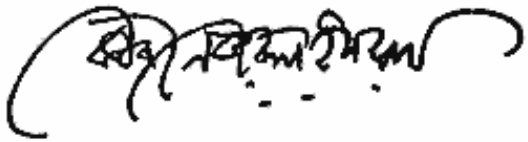

সূচীপত্র

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ	১
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (আবির্ভাব)	৩
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (তিরোভাব)	৭
সেবক	১০
জাগৃহি	১২
তূর্য নিনাদ	১৫
বোধন	১৬
উদ্বোধন	১৮
অভয়-মন্ত্র	১৯
আত্মশক্তি	২১
মরণ-বরণ	২৩
বন্দী-বন্দনা	২৪
বন্দনা-গান	২৬
মুক্তি-সেবকের গান	২৭
শিকল পরার গান	২৮
মুক্ত-বন্দী	২৯
যুগান্তরের গান	৩০
চরকার গান	৩২
জাতের বজ্জাতি	৩৪
সত্য-মন্ত্র	৩৬
বিজয়-গান	৪০
পাগল-পথিক	৪১
ভূত-ভাগানোর গান	৪২
বিদ্রোহী বাণী	৪৪
অভিশাপ	৪৭
মুক্ত পিঞ্জর	৪৮
ঝড়	৫১

[আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্-কেউটে গোখ্‌রো নাগের
পীত্ চাবুক!
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী!
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসী!
(তোর) হাসির বাঁশি আন্‌লে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান,
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফানুষ-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায় অবোধ!
ছুটে এলি ছায়ার আশায়, মাথায়
তেম্‌নি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হ'ল তোর,
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তুই যে আগুন, জল্-ধারা চাস কার কাছে?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে!
ফুলের মালার হলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-ম্লান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

অগ্নি-ফণি! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপ্‌টানি তোর—ভাবিস সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া!
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

www.blogye.com

সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর!
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া! তুই কোথা বল্
বাঁধ্‌বি ঘর ?
ঘর-পোড়ানো ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,
রুদ্র শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কশাই-কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সাপ ধরে তুই চাপ্‌বি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না!
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফণি-মন্‌সার কাঁটার পুরে
আয় ফিরে তুই কাল্-ফণী,
বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—
"আয় নীলমণি!"
ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়,
ধর ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ!
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

[আবির্ভাব]

নাই তা — জ
তাই লা — জ ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
ক'রে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ!
উর্‌জ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান-স্বরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্‌লাম।"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হর-পরী মরি ফির্‌দৌসের হাম্মাম!
টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্, হাতে 'আব্-জম্-জম্-জাম্'।
শোন্ দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্‌লাম্!"

২

মস্ তান!
ব্যস্ থাম!
দেখ্ মশ্‌গুল্ আজি শিস্তান্ বোস্তান্,
তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্।

কুঞ্জিকা ঃ তাজ-মুকুট। তস্‌লিম্-সালাম, প্রণাম। শোর্-আওয়াজ—বিরাট বিপুল ধ্বনি। মুজ্‌দা-খোশ্ খবর, সুসংবাদ। হেরা-আরবের হেরা নামক পর্বত। এই গিরি-গুহায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। উরজ্, য়্যামেন, নজ্‌দ, হেযাজ, তাহামা- আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক-মেসোপটেমিয়া প্রদেশ। শাম-সিরিয়া প্রদেশ। মেসের-মিসর দেশ। ওমান-আরবের এক ছোট রাজ্য। সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্‌লাম্- আরবি ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তিবাণী। মুসলমান মাত্রেরই হজরতের নামের শেষে এই 'দরুদ" পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ-'তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।'

আঞ্জাম- আয়োজন। তাঞ্জাম-সওয়ারী। ফিরদৌস-স্বর্গ। হাম্মাম-স্নানাগার। কওসর-অমৃত। ভর-ভরা, পূর্ণ। হর-পরী—অপ্সরী-কিন্নরী। আব্-জম্-জম্—মক্কার 'জমজম' নামক কূপের পবিত্র পানি। জাম-পেয়ালা। দামাম-দামামা। তামাম-সমস্ত। সামান—সাজ-সরঞ্জাম।

বাজে কাহার্‌বা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান্
গুল্‌ফাম্‌!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশিতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!
নূরে কুর্শির
পুরে 'তূর'-শির,
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরী ফুর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির!
আজ বেদুঈন তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুড়ে' ফেলে' বল্লম্‌
পড়ে "সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্লাম্‌"।

৩

'সাবে ঈন্‌'
তাবে ঈন্‌
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দীন!"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্‌ মানাত'-এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে "ওয্‌যা-হোবল্' ইবলিস্‌ খারেজ্জিন,—
কাঁপে জীন্‌!
জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর্ ওক্ত,
ঘন উথলে অদূরে "জম্‌-জম্‌" শরবৎ!
পানি কওসর,
মণি জওহর্‌
আনি' 'জিব্‌রাইল্' আজ্ হর্‌দম দানে গওহর্‌,
টানি' 'মালিক-উল্‌-মৌত্' জিঞ্জির্‌-বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর্‌।

মস্‌তান-মস্তানা, পাগলা। ব্যস্‌ থাম-ব্যস্‌, থামো। শিস্তান-বোস্তান—শিস্তানের ফুল-বাগিচা। তেগ-তলোয়ার। গর্দানে-স্কন্ধে। রোস্তাম-পারস্যের জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহার্‌বা-তালের নাম। গুল্‌জার-মাত্‌। গুল্‌শান—পুষ্প-বাটিকা। গুল্‌ফাম-গোলাবি রঙিন। আরবি দরিয়া-আরব সাগর। খুশিতে বাগে বাগ্‌-আহ্লাদে আটখানা। নীলা-নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের-লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশীতে—রক্ত-উত্তেজনায়। আগ-আগুন। সাহারা, গোবী-দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্‌জার-হরিতের। নূরে-জ্যোতিতে। কুর্শি-খোদার সিংহাসনের আসন। তূর-আরবের তূর নামক পর্বত। সুর্খীর-লালিমার। লালী-অরুণিমা। ইরানি-পারস্যের অধিবাসী। দূরানী-কাবুলি। তুর্কি-তুরস্কের অধিবাসী।

'সাবেঈন'-আরবের মূর্তিপূজকগণ। 'তাবেঈন'-আজ্ঞাবহ। চিল্লায়-চিৎকার করে। 'দীন'-সত্যধর্ম। 'লাত্‌ মানাত'-আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশীন-উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল।

হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
উষর আরবে ভিস্তা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইস্‌রাফিল'-এর শিঙ্গা!

৪

জঞ্জ্‌ জাল্‌
কঙ্ক্‌ কাল
ভেদি',— ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি',— মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার!
বেদী— পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার!
শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা- নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার!
মর- মর্মরে
নর- ধর্ম রে
বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর্‌ বর্ম রে,
ভর্‌ দিল্‌ জান্‌—পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে!
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ—
"ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয় সর্‌ওয়ারে কায়েনাত!"

৫

শর্‌- ওয়ান
দর্‌- ওয়ান
আজি বান্দা যে ফেরাউন শাদ্দাদ্‌ নমরুদ মারোয়ান;
তাজি বোর্‌রাক্‌ হাঁকে আস্‌মানে পর্‌ওয়ান,—
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর্‌হান—
'কোর্‌-আন'!
"কোন্‌ যাদুমণি এলি ওরে"—বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই!

'ওয্‌যা হোবল'-আরব মূর্তি-পূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইব্‌লিস-শয়তান। খারেজ্জিন-এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন-দৈত্য, genii. জেদ্দা-জেদ্দা বন্দর। মদিনা-শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। 'কাবা'-মক্কার বিশ্ব বিখ্যাত মসজিদ। হর্‌ ওক্ত-সর্বদা। হরদম্‌-সদাসর্বদা। গওহর-মতি। মালিক-উল-মৌত—ফেরেশতার (স্বর্গীয় দূত) নাম; জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিঞ্জির-শৃঙ্খল। 'মিকাইল'-ফেরেশতা। ভিস্তা-সরসা। ইস্‌রাফিল—প্রলয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশ্‌তা। জঞ্জ্‌জাল-জঞ্জাল। কঙ্ক্‌কাল-কঙ্কাল। সরোদ - এক তারের যন্ত্রের নাম।

দূরে আব্‌দুল্লার রুহ্‌ কাঁদে "ওরে আমিনারে গমি নাই—
দেখ সতী তব কোলে কোন্‌ চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"
"এয়্‌ ফর্‌ জন্দ"—
হায় হর্‌দম্‌
ধায় দাদা মোত্‌লেব্‌ কাঁদি',—গায়ে ধুলা কর্দম।
"ভাই! কোথা তুই?" বলি বাছারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা দুর্দম।
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'—
"এয় শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম!"

BLOGYE

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌-দহম্‌

[তিরোভাব]

এ কি বিস্ময়! আজরাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ!
বে-দরদ দিল্‌ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক।
জান্‌-মরা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিল্‌কুল ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।
জিব্‌রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙ্গে যেন খান্‌ খান্‌,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্‌-চান্‌!
মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুল্‌মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
একি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই ? সেই রবিউল আউওল ?

২

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্‌রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ!
রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান ?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান!
জমিন্‌-আস্‌মান জোড়া শির পীও তুলি তাজি বোর্‌রাক্‌,
চিখ্‌ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক!
হুর-পরী শোকে হায়
জল- ছল ছল চোখে চায়।
আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফির্‌দৌসের নার্গিস্‌-লালা ফেলে আঁসু-পরিমল।

ঈমান-বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ্‌—বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লার ঘর। ওয়ে-ওগো, বাছা। মারহাবা-সাবাস। 'সরওয়ারে কায়েনাত'-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। "শরওয়ান"-নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ্‌। বান্দা—হজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মার্‌ওয়ান-বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি-দ্রুতগামী অশ্ব। বোর্‌রাক-উচ্চৈঃশ্রবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান-আকাশ। পরওয়ান-পরোয়ানা। সাচ্চারই-সত্যেরই। বোরহান-প্রমাণ। রোয়ে-কাঁদে। আমিনা-হজরত মোহম্মদ (দঃ) এর জননীর নাম। খোদার হাবিব-আল্লার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ্‌- হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্‌-আত্মা। 'গমি'-দুঃখ। 'গমি নাই'-দুঃখ ক'রো না। ভর-পুর—পূর্ণ। 'কমি'-অপূর্ণ। 'কমি নাই-আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

৩

মৃত্তিকা–মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন–তাই বহে ঘন নাভি–শ্বাস।
পাতাল–গহ্বরে কাঁদে জিন, পুন ম'লো কি রে সোলেমান ?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা তোলে গান!
ফুল পাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর–চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা–স্নায়ু!
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই।
যেন রোজ–হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে।
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে।

৪

নকীবের তূরী ফুৎকারি' আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে ?
আবুবকরের দর দর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাত আয়েষার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে "আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ্, দেগে কোঁড়া।"
হাঁকে ঘন ঘন বীর —
"হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত—যে নেবে রে তাঁরে গোরে।"
আর দরাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও ক'রে ঘোরে!

৫

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে ?
মুয়াজ্জিনের হোশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে!

আজরাইল–যমদূত। বে–দরদ—নির্মম। সুরাখ–ঝাঁঝরা। খাক্–মাটি। নীলা তাজ–আজরাইলের মাথার তাজ নীলবর্ণ। জিবরাইল–প্রধান ফেরেশ্‌তা ও স্বর্গীয় বার্তাবহ। আতশী–অগ্নিময়। মিকাইল–একজন ফেরেশ্‌তার নাম। কুল মুল্লুকে–সর্বদেশে। ইসরাফিল—প্রলয়–বিষাণধারী ফেরেশ্‌তা। রসুল–প্রেরিত পুরুষ। আজাজিল–শয়তানের নাম। তাজি বোর্‌রাক–বোররাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ–খোদার সিংহাসন। ফিরদৌস–বেহেশ্‌ত, স্বর্গ বিশেষের নাম। নার্গিস্ লালা–ফুলের নাম।

বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ি–ছেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁহে চলে ব্যেপে ব্যেপে!
উস্‌মানে আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আজ তৌতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার!
আহা রসুল–দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
"কোথা বাবাজান।" বলি' মাথা কুটে কুটে এলো–কেশ নাহি বাঁধে!

৬

হাসান–হুসেন তড়পায় যেন জবে–করা কবুতর,
"নানাজান কই!" বলি' খুঁজে ফেরে কভু বা'র কভু ঘর।
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র–তারা,
আঁধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন–ঝারা!
সাগর–সলিল ফোঁপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জলে তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায়!
খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর!
আজ সখা মহবুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে!

৭

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধূম–ধাম,
গাহে হুর পরী যত, "সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্লাম।"
কাতারে কাতারে করযোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা–মা'র চোখে দর দর ধারা বয়।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?
আজ জননীর মুখে হারামণি–পাওয়া–হাসা হাসে জগপতি!
"খোদা, একি তব অবিচার!"
ব'লে কাঁদে সুত ধরা–মা'র।
আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা–রাশি!

* * * *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল —"সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্লাম।"

তন্–দেহ। দরাজ দস্তে–বিশাল হাতে। জুলফিকার–হজরত আলীর তলোয়ার। মহবুব–প্রিয়।

সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ--মেষের খাঁচা ?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা ?—

ফন্দী-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দী যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি' কে তুমি ভাই এলে ?
"সেবক আমি"-হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

দিন-দুনিয়ার আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
কর্‌ছে অসুর হক্-কে না-হক্, হক্-তায়ালায় হেলা!
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,
রক্ষা কর, রক্ষা কর, উঠ্‌তেছে দেশ কেঁদে।
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে ম'রে,
চরণ-তলে দল্‌বে মরণ ভয়কে হরণ ক'রে,
ওরে জয়কে বরণ ক'রে—
নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে ?
কাঁপ্‌লো সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ প'ড়েছে বাজ প'ড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে!

দানব দ'লে শান্তি আনে নাই কি এমন ছেলে ?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধ'রে কে বাছা মোর এ'লে ?—
"মাগো আমি সেবক তোমার! জয় হোক মা'র।"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে!
বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি' আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।
—কে আছ বীর এসো!

"বন্দী থাকা হীন অপমান!" হাঁকবে যে বীর তরুণ,—
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।

হঠাৎ দেখি আস্‌ছে বিশাল মশাল হাতে ও কে ?
"জয় সত্যম্" মন্ত্র-শিখা জ্বল্‌ছে উজ্জ্বল চোখে।
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে ?—
"সেবক তোদের, ভাইরা আমার! —জয় হোক মা'র।"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!

জাগৃহি

[তোটক ছন্দ]

'হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম'—
একি ঘন রণ-রোল ছায় চরাচর ব্যোম্!
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক
ধূ ধূ দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!
আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙলো আগল ওরে ভাঙলো আগল!
বোলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান!
দোলে হিন্দোল ভীম্-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার!
ঘোর নির্ঘোষে "মার মার" দৈত্য, অসুর,
প্রেত, রক্ত -পিশাচ, রণ-দুর্মদ সুর।
করে ক্রন্দসী-ক্রন্দন অম্বর রোধ—
ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে সম্বর ক্রোধ!
সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল- বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি—
রণ- উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!
উর- হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা!
নিয়া রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাই ক' দিশা!
'দে রে রক্ত দে রক্ত দে' রণে ক্রন্দন,
বুঝি থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-স্পন্দন!
জ্বলে বৈশ্বানরের ধূ ধূ লক্ষ শিখা,
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টিকা!
শুধু অগ্নি-শিখা ধূ ধূ অগ্নি-শিখা,
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা!

রণ- শ্রান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু রক্ত-পাথর, শুধু রক্ত-ফেনা।
একি বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা,
কিছু নাই কিছু নাই প্রেত-পিশাচে মেলা।
আজ ঘরে ঘরে জ্বলে ধূ ধূ শ্মশান মশান-
হোক রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান!
আজি বন্ধ সবার পূতি-গন্ধে নিশ্বাস,
বিষে বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভি-শ্বাস!
দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিণী বেশ,
খোলো রক্তাম্বর মাতা সম্বর কেশ!
এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা!
আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা!
তব চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হ'ল ধ্বংস অসুর, লীন্ শক্তি পশুর।
তবে সম্বর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন-
হোক সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন!
এসো শুভ্রা মাতা এই কাল শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি!
এসো কৈলাস হ'তে মাগো মানস-সরে,
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভ'রে।
এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,—
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে!
আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে,
ঐ শেফালী-তলে হের শেফালী-তলে।
ওড়ে এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন-বায়,
হানে চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায়!
ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,—
এলো হৈমবতী, এলো গৌরী রানী।
বাজো মঙ্গল শাঁখ, হোক শুভ-আরতি,
এলো লক্ষ্মী-কমল, এলো বাণী-ভারতী।

এলো সুন্দর সৈনিক সুর কার্তিক,
এলো সিদ্ধি-দাতা, হের হাসে চারদিক!
ভরা ফুল-খুকি ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল!
নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এলো শক্তি স্বাহা, বাজো শাঁখ জ্বালে ধূপ!
ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর,
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি' বাণী সত্য পরম—
বন্- দে মাতরম্। বন্দে মাতরম্।

তূর্য নিনাদ

[গান]

কোরাস্ (আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব,—কে করে মুশকিল্ আসান তার ?

মন্দির আজি বন্দীর খানি,
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!
হাঁকিছে নকীব,—হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার।।

রক্ত-মদের বিষ পান করি'
আর্ত মানব ; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি!
ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে শুনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,—
হাঁকিছে নকীব,—অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার।।

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি'?
উরিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড় ?
হাঁকিছে নকীব,—আন ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার।।

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘর মনোবেদনাতে।
দশভুজে গলে শৃংখল-ভার দশ প্রহরণ-ধারিণী মা'র—
হাঁকিছে নকীব,—"আবিরাবির্মএধি" হে নব যুগাবতার ?

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র ? কে গাহিবে জয় জীবনের জয় ?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল-দর্পীর অহঙ্কার ?—
হাঁকিছে নকীব,—সে দিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার।।

বোধন *

[গান]

১

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।
কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।।

২

হ'য়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, —বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

৩

দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ।
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে ;
কন্টক-ভয়ে ফির্‌বে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপ্‌বে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পর্‌ওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে',
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

---

* হাফিজে "য়ুসোফে গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন গম্ মখোর" শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া।

উদ্বোধন

[গান]

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব —
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব।
দুর্জয় মহা-আহবান তব, বাজাও!
দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও, তেজ দাও মুক্তি-গরব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

খুন্ দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব —
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুঁটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নির্বীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও।

অভয়-মন্ত্র

[গান]

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
কোরাস বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়।
তুই নির্ভর কর্ আপনার 'পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্!
ওরে যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল্ 'আমার হয়নি লয়'!
বল্ 'আমি আছি' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়।
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

তুই চেয়ে দেখ ভাই আপনার মাঝে,
সেথা জাগ্রত ভগবান রাজে,
নিজ বিধাতারে মান্, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে বরাভয়!
তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয়?
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...

আজ বক্ষের তোর ক্ষীরোদ-সাগরে
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে
শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার নয় কিছুতেই নয়!
তোর অচেতন চিতে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...

ঐ নির্যাতকের বন্দী-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায়?
ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...

ওরে সত্য যে চির-স্বয়ম্ প্রকাশ,
রোধিবে কি তার কারাগারে ফাঁস ?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয়!
সেই সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যাঁর হাতে শুধু রয়।
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...
যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি'
তাদের পাত্র দিয়া গেল ভরি'।
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনি ক' তাঁরে পারেনি করিতে লয়!
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজ শান্তিময়!
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...

ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রের গ্রাসে
আগেই যবে সে ম'রে থাকে ত্রাসে,
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়
ঐ শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয় ?
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়।...

ঐ টুঁটে-ফেটে-পড়া লোহার শিকল,
ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল ?
ঐ কারা ঐ বেড়ি কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয় ?
ওরে যে হয় বন্দী হ'তে দে, শক্তি আত্মার আছে জয়।
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ...

ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয় ভীত!
কেন হেন ঘন অবসাদ চিত ?
বল্ পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয় ?
তুই আত্মাকে চিন, বল্ "আমি আছি", "সত্য আমার জয়!"
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়।
বল্ হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!

আত্মশক্তি

[গান]

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।

তূরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ
"আমি আছি"- বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ!
সেই স্বরাজ!
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর ;
আত্ম-ভীতু এ অচেতন-চিতে জাগো "আমি"-স্বামী নাঙ্গা-শির।।

এস প্রবুদ্ধ, এস মহান
শিশু-ভগবান্ জ্যোতিষ্মান্।
আত্মজ্ঞান-
দৃপ্ত-প্রাণ!

জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন "আমি-আছি"-র

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন
রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন রোদন-
খিন্ন-জন
দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর!
বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি শুদ্ধ ধীর!

কে করে কাহারে নির্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন ?
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির।

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান ?—
আত্ম-জ্ঞান!
গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর!

এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।।

BLOGYE

মরণ—বরণ

[গান]

এস এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ।।

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ।।

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশি,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'।
কাঁধে পিঠে কাঁদে যেথা শিকল জুতোর ছাপ,
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাচাও মহাপাপ!
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম-করণ।।

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে,—
মেষগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিতার বুকে নাচো!
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ।
মরায় ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো —
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ।।

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বল্‌ছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া!
মুক্তি-দাতা মরণ! এসো কাল বোশেখীর বেশে;
মরার আগেই মর্‌লো যারা, নাও তাদের এসে!
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ।।

বন্দী—বন্দনা

[গান]

আজি রক্ত নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে।।

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশ কোটি ঐ
মানব-কল্লোলে।।

ওরা দু'পায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে।।

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারা-আসে মরিবে বীর-দলে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে।।

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধূ ধূ ধূ হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব-
রুদ্র-শিখা জ্বলে।।

কোরাস্ :
জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে!!
জয় হে! জয় হে! জয় হে!

বন্দনা—গান

[গান]

কোরাস্ { শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি।।

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে।
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস।।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি।।

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন ? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এইবক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ।।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি।।

কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে!
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুস্‌লিম্ চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান।।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি।।

মুক্তি—সেবকের গান

[গান]

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছল-ছল ?
ঐ কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মা'র-দেওয়া বর রে!
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক-জুড়ানো কোল!
তবে কিসের রোদন-রোল ?
তোরা মোছ রে আঁখির জল!
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!

আজ কারায় যারা, তাদের তরে
গৌরবে বুক উঠুক ভরে রে!
মোরা ওদের মতই বেদ্‌না ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে
বরণ যেন কর্‌তে পারি মা'কে ভালবেসে।
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল্ ?
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!

ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর
মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর।
মোরা কাঁদ্‌ব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কল্‌জে-তল।
মুক্তকে কি রুখ্‌তে পারে অসুর পশুর দল ?
মোরা কাঁদব যেদিন আস্‌বে তা'রা আবার ফিরে রে,
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল।।

শিকল—পরার গান

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল।।

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির শক্তি হ্রাস!
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল।।

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয় ;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধর্‌ব টিপে, করব তারে লয়!
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল।।

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্ত-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।।

মুক্ত-বন্দী

[গান]

বন্দি তোমায় ফন্দি-করার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর।
জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!

অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডম্বরু বাজে' -"অগ্রসর হও, অগ্রসর।"
কারাগার ভেদি' নিঃশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন্ ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর!
বন্দি তোমায় ফন্দি-করার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর।
জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!

পথ-তরু-ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত স্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর'।
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চির-সৈনিক উচ্চ-শির!
বন্দি তোমায় ফন্দি-করার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর!
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!

রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলো না বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদ-তলে!
এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর-সমর-সিন্ধু-তীর,
এস বীর এস, ললাটে এঁকে দি' অশ্রু-তপ্ত লাল রুধির!
বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!*

---

*জনৈক অগ্নি-সৈনিকের ছয় বছর কারা-ভোগের পর মুক্তি-উপলক্ষে অভিনন্দন গীতি।

যুগান্তরের গান

[গান]

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।
বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে।।
রে বধির! শোন্ পেতে কান
ওঠে ঐ কোন্ মহা-গান
হাঁকছে বিষাণ ডাক্‌ছে ভগবান রে।
জগতে লাগ্‌ল সাড়া
জেগে ওঠ্ উঠে দাঁড়া
ভাঙ্ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।
যা আছে যাক না চুলায়
নেমে পড় পথের ধুলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।।
সে ঝড়ের ঝাপ্‌টা লেগে
ভীম আবেগে উঠ্‌নু জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।
ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।
যারা ভাই বদ্ধ কূঁয়ায়
খেয়ে মা'র জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে।।

-o-

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে
মাভৈঃ-বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক্ প্রলয়ঙ্কর রে।
তোদের ঐ চরণ-চাপে
যেন ভাই মরণ কাঁপে,
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর্ রে।
শোনা তোর বুক-ভরা গান,
জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে।।

-o-

মোরা ভাই বাউল চারণ,
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উট্‌কে' দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।।

-o-

খুঁড়ব কবর তুড়ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আন্‌ব বিধান নিদান কালের বর রে।
শুধু এই ভরসা রাখিস্
মরিস্‌নি ভির্মি গেছিস
ঐ শুনেছিস ভারত-বিধির স্বর রে।
ধর্ হাত ওঠ্ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে।।

চরকার গান

ঘোর্–
ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর্
ঐ স্বরাজ–রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।।

১

তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুন্‌তে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ–সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত–ভাগ্য–রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর।।

২

ঘর ঘর তুই ঘোর্ রে জোর
ঘর্ঘর্‌ঘর্ ঘূর্ণিতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর্
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর–চাকাতে বল–দর্পীর তোপ কমানের টুটুক জোর।।

৩

তুই ভারত–বিধির দান,
এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে ঘরে শুনে তোর ঐ গান।
আর লুট্‌তে নারবে সিন্ধু–ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড়।।

৪

হিন্দু–মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন–সূত্র–ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়।

৫

ভারত বস্ত্র–হীন যখন
কেঁদে ডাক্‌ল–নারায়ণ!
তুমি লজ্জা–হারী কর্‌লে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ–দৌপদীর বস্ত্র হর্‌তে পার্‌ল না দুঃশাসন–চোর।

৬

এই সুদর্শন–চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুট্‌ল জোর রে ছুট্‌ল সব গুমোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তুই জোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিষ্ণু–চক্র ভীম কঠোর।।

৭

হয়ে অন্ন বস্ত্র হীন
আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আন্‌লে অন্ন পণ্য–সুধা, খুল্‌লে স্বর্গ মুক্তি–দোর।।

৮

শাস্‌তে জুলুম নাশ্‌তে জোর
খদ্দর–বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য–ডোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
মোরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চল্‌ছে চরকা, রাত্রি ভোর।।

৯

তুই সাত রাজারই ধন,
দেশ– মা'র পরশ–রতন,
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ মন।
তুই মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে' বয় অশ্রু–লোর।।

জাতের বজ্জাতি

[গান]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।।

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান!
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।।
জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহন-শীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট টিল।
যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।।
দিন-কানা সব দেখতে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতা-কলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যাজি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া।।

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝ্‌লি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিন্‌লি নে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া।

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টায় পূজিস্ জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া।।

বল্‌তে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগ্‌লে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই ?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।।

ভগবানের ফৌজদারী-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাকার।
জাত সে শিকের তোলা রবে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া।।

(এই) আচার বিচার বড় ক'রে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা,
(বোবা) এই পাপেই আজ উঠ্‌তে বস্‌তে সিঙ্গী-মামার খাচ্ছ থাবা।
(তাই) নাই ক' অন্ন, নাই ক' বস্ত্র,
নাই ক' সম্মান, নাই ক' অস্ত্র,
(এই) জাত-জুয়াড়ীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া।।

সত্য—মন্ত্র

[গান]

পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
(এই) খোদার উপর খোদ্‌কারী তোর
মান্‌বে না আর সর্বলোক
মান্‌বে না আর সর্বলোক!!

(তোর) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে, কিসের ভয় ?
আঁধারকে তোর কিসের ভয় ?
(ঐ) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো,
ভবনটাই সে সত্য নয়।
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
(ঐ) বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্য-কালের তাঁর আলোক।
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
লোক-সমাজের শাসক রাজা,
(আর) রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই,
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান্
তার বড় আর শাস্ত্র নেই,
তার বড় আর সত্য নেই!
সেই খোদা খোদ্ সহায় তোর,
ভয় কি ? নিখিল মন্দ ক'র্।।
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

বিধির বিধান মান্‌তে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
আছেন সত্য মাথার 'পর,—
বে-পরওয়া তুই সত্য বল্।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্!
(তখন) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র -চোখ!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কা'ল নাইক আশ,
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস।
হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ,
স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ!
সেই বিধাতার মাথায় ক'রে
বিপুল গর্বে বক্ষ ঠোক্!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
সত্যতে নাই ধানাই পানাই,
সত্য যাহা সহজ তাই,
সত্য যাহা সহজ তাই;
আপ্‌নি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যতে জোর -জুলুম নাই।
সেই সে মহান্ সত্যকে মান্—
রইবে না আর দুঃখ-শোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক!!

নানান্ মুনির নানান মত যে,
মান্‌বি বল্ সে কার শাসন ?
কয় জনার বা রাখ্‌বি মন ?

এক সমাজকে মান্‌লে কর্‌বে
আরেক সমাজ নির্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন!
সকল পথের লক্ষ্য যিনি
চোখ পু'রে নে তাঁর আলোক
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল,
সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল,
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়
চুষ্‌বে রক্ত মিথ্যা-জোঁক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই ত প্রাণ।
জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই,
জগন্নাথের সাম্য-লোক!
জগন্নাথের তীর্থ-লোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!

চিনেছিলেন খ্রিষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও রাম —
মানুষ কী আর কী তার দাম।

(তাই) মানুষ যাদের কর্‌ত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলাম স্থান
গান্ধী আবার গান সে গান।
(তোরা) মানব-শত্রু, তোদেরই হায়
ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।
বিধির বিধান সত্য হোক।
বিধির বিধান সত্য হোক!!

www.blogye.com

বিজয়—গান

[গান]

ঐ অভ্র-ভেদি তোমার ধ্বজা
উড়লো আকাশ-পথে।
মাগো, তোমার রথ -আনা ঐ
রক্ত-সেনার রথে।।
ললাট-ভরা ছয়ের টিকা,
অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,
রক্তে জ্বলে বহ্নি-লিখা —মা!
ঐ বাজে তোর বিজয় -ভেরী,
নাই দেরি আর নাই মা দেরি,
মুক্ত তোমার হ'তে।।

আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী!
ঐ দ্বারে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারি।

ওরে ভীরু! ওরে মরা!
মরার ভয়ে যাস্‌নি তোরা ;
তোদেরও আজ ডাক্‌ছি মোরা ভাই!
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন-মরণ
মুক্ত এ ভারতে।।

পাগল পথিক

[গান]

কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।।

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে ক'রতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।।

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আন্‌ল মরণ-পারের মায়ে।
পণ ক'রেছে এবার সবাই,
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই!
মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায়।।

শাশ্বত যে সত্য তারি ভুবন ভ'রে বাজ্‌লো ভেরী,
অসত্য আজ নিজের বিষেই ম'রলো ও তার নাই ক' দেরি।
হিংসুকে নয়, মানুষ হ'য়ে
আয় রে, সময় যায় যে ব'য়ে।
মরার মতন ম'রতে, ওরে মরণ-ভীতু! ক'জন পায়।।

ইসরাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়!
রোদন কিসের ?—আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়।।

ভূত—ভাগানোর গান

[বাউলের গান]

১

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুঢটি নাচায় বাবা উঠ্তে বস্তে শু'তে!

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দির তোর
নাই দেবতা নাচ্ছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত—বিকাশ, অমনি ভূতের পূতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি—চক্রে জু'তে।।

২

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অম্নি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে,
আজ ভূত—ভাগানোর মজা দেখায় বোম্—ভোলা বম্বুতে!

৩

ও ভূত সর্ষে—পড়া অনেক ধুনো
দেখে শু'নে হ'ল ঝুনো,
তাই তুলো—ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত নাচ্ছে রে তোর নাকের ডগায় পারিসনে তুই ছুঁতে!

আগে বোঝেনি ক' তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র—ভজা।
(শিখলি শুধু চক্ষু—বোঁজা)
শিখ্লি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘারে থু'তে,
তাই আপ্নাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস স্বর্গ—দূতে।।

৫

ওরে জীবন—হারা, ভূতে—খাওয়া!
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা ? —ভূত কি ভাগে ফুস—মন্তর ফুঁতে ?
তোরা ফাঁকির কিন্তু এড়িয়ে —পড়বি কূল—হারা' 'কিন্তু'তে!

৬

ওরে ভূত তো ভূত—ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবা উধাও ছোটে!
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন ভূতে—পাওয়া এই দেশই যের ভরবে দেবতা দূতে।।

বিদ্রোহী বাণী

১

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল্!
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড়, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল।।
পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম্-দামি।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হ'লি আপন ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে।
তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,
সত্য কথা বল্‌তে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপরা ঢেঁকির নেইক লাজ!

ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!
এবার তোরা সত্য বল্।।

২

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!
"ভারত হবে ভারতবাসীর"—এই কথাটাও বল্‌তে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চল্‌তে হয়।

বল রে তোরা বল নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ!
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায় না এরা—হহ স্বাধান!
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!
ফাঁকা প্রেমের ফুস-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল!
এবার তোরা সত্য বল্!

৩

মহান-চেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের না'য়,
ওঁরা মোদের দেব্‌তা, সবাই কর্‌ব প্রণাম ওঁদের পায়।
জানিস্ ত তাই শেষ বয়সে স্বতঃই সবার মরতে ভয়,
ঝড়-তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার কর্‌তে নয়।

জোয়ানরা হা'ল ধর্‌বে তার
কর্‌বে তরী তুফান পার!
আল্লা ব'লে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ কর্‌বে মা'র!
সেদিন করিস্ এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল।
ভয়-ভীরুতা থাক্‌তে দেশের প্রেম ফলাবে ঘন্টা ফল!
এবার তোরা সত্য বল্।।

৪

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব
"ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এস বেদান্ত!"
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অম্‌নি হবে কৃতান্ত!
থাক্‌তে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল তাই ঐ প্রেম-সবক!
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্।
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-এল্‌কোহল!
এবার তোরা সত্য বল্।।

৫

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাড়ুন সেথায় আস্তানা!
শবে শিবায় শিব কেশবের—তৌবা—তাঁদের রাস্তা না।
মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোরসে হোক,
ধর্মগুরুর গোর—সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক!

তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম!
মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!
চাই না 'নেতা', চাই 'জেনারেল', প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধূম।
মানব-মেধের যজ্ঞধূম।
প্রাণ-আঙুরের নিঙড়ানো রস —সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা-মানিক ভাইরা আমার! আয় যাবি কে তর্‌তে চল্‌।
এবার তোরা সত্য বল্‌।।

৬

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি-মর্‌ব শেষ।
নরম গরম প'চে গেছে, আমরা নবীন চরম দল!
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, স্বর্গ কিম্বা পাতাল-তল।

অভিশাপ

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি. আমি এমনি শক্তিমান!
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

আদি ও অন্তহীন
আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর চিৎকার করি' কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী।
ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তা'র।
ফরিয়াদ করি' গুমরি' উঠিল মহা-হাহাকার—
ছিন্ন-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীরু বিধাতার—
আর্তনাদের মহা-হাহাকার—
যে, "বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান্‌ বিপুল আমি!
হে মোর সৃষ্টি! অভিশাপ মোর!
আজি হ'তে প্রভু তুমি হও মম স্বামী।"—
শুনি খল খল খল অট্ট হাসিনু, আজি সে হাসি বাজে
ঐ অগ্ন্যুদ্গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ
বিনা-মেঘের ঐ শুষ্ক বজ্র-মাঝে।

স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি,—
সেই দিন হ'তে বাজিছে নিখিলে ব্যথা-ক্রন্দন গীতি!
জাপটি' ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে' মারি পলে পলে,
এই কাল সাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে।

মুক্ত—পিঞ্জর

ভেদি' দৈত্য-কারা
উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চির-মুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।
উদ্দামের জ্যোতি-মুখরিত মহা-গগন-অঙ্গনে,—
হেরিনু, অনন্তলোক দাঁড়াল প্রণতি করি মুক্ত-বন্ধ আমার চরণে।
থেমে গেল ক্ষণেকের তরে বিশ্ব-প্রণব- ওঙ্কার,
শুনিল কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত ঝঙ্কার।
কালের করাতে কার ক্ষয় হ'ল অক্ষয় শিকল,
শুনি আজি তারি আর্ত জয়ধ্বনি ঘোষিল গগন পবন জল স্থল।
কোথা কা'র আঁখি হ'তে সরিল পাষাণ-যবনিকা
তারি আঁখি-দীপ্তি-শিখা রক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয়-ললাটিকা।
পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,
জ্যোতির্লোক হ'তে ঝরা করুণা-ধারায় —ডুবে গেল ধরা-মা'র স্নেহ শুষ্ক মাটি,
পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল —
বাহিরিল কোন্ বার্তা নিয়া পুন মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল!
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী!
কাঁদিল পাষাণে পড়ি
সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!
মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল!
শুনিলাম —মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে
নিখিল বন্দীর ব্যথা-শ্বাস —
মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।

ছুটে এসে লুটায়ে লুটায়ে যেন পড়ে মম পায়ে ;
বলে —"ওগো ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত!
একটুকু ঠাঁই কিগো হবে না ও ঘরে-নেওয়া নায়ে ?"
নয়ন নিঙাড়ি' এল জল,
মুখে বলিলাম তবু-"বন্ধু! আর দেরি নাই, যাবে রসাতল
পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা ঐ দৈত্যাগার,
আসে কাল রক্ত-অশ্বে চড়ি' হের দুরন্ত দুর্বার!"—
বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্ত ধ্বনি হাঁকি —
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।

মা আমার! মা আমার! এ কি হ'ল হায়!
কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধুলায় ?
মরেছে মা বন্ধ-হারা বহ্নি-গর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।
মা! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্ দূরে!
আজ তব নীল-কণ্ঠ পাখি গীত- হারা
হাসি তার ব্যথা-ম্লান, গতি তার ছন্দ-হীন, বন্ধ তার ঝর্ণা-প্রাণ-ধারা!
বুঝি নাই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষসে-দেউলে
এল কবে মরু-মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্য-মূলে!
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল —
কোন্ চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতেছিল গতি-মত্ত আমার চরণে,
লৌহ-বেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণ-বন্ধনে!
আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে —'বন্ধু, এই মোর বুক পাতা, আন তব রক্ত পথ-রথ —'
শুনে' শুধু চোখে আসে জল,
কেমনে বলিব, "বন্ধু! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল!
হারায়ে এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে
প্রাণ-স্পর্শমণি মোর,
রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে!"...
যখন আছিনু বদ্ধ রুদ্ধ দুয়ার কারাবাসে
কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা-পুষ্প-ঘাসে!
জ্যোতির্লোক মহাসভা গগন-অঙ্গন
জানা'ত কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ!
নাম-নাহি জানা কত পাখি
বাহিরের আনন্দ-সভায় —সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি'।
শুনি তাহা চোখ ফেটে উছলাত জল —
ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,
কবে আমি ঐ পাখি-সনে
গাব গান, শুনিব ফুলের ভাষা
অলি হয়ে চাপা-ফুল বনে।

পথে যেত অচেনা পথিক,
রুদ্ধ গবাক্ষ হতে রহিতাম মেলি' আমি তৃষ্ণাতুর আঁখি নির্নিমিখ।
তাহাদের ঐ পথ-চলা
আমার পরানে যেন ঢালিত কি অভিনব সুর-সুধা-গলা।
পথ-চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,
মনে হ'ত, চিৎকারিয়া কেঁদে কই—
" হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা-মুক্ত অলস চরণ।
দাও তব পথ-চলা পা'র মুক্তি-ছোঁওয়া,
গলে যাক এ পাষাণ, টুটে যাক ও-পরশে এ কঠিন-লোহা।"
সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে
জ্বলিত অচেনা দীপখানি,
ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন-কাতর দু'নয়নে।
ডাকিতাম, "কে তুমি অচেনা বধূ কার গৃহ-আলো ?
কারে ডাক দীপ-ইশারায় ?
কার আশে নিতি নিতি এত দীপ জ্বালো ?
ওগো, তব ঐ দীপ সনে
ভেসে আসে দুটি আঁখি-দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গণে!"—
এমনি সে কত মধু -কথা
ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা।
ওগো, বাহিরিয়া আমি হায় একি হেরি—
ভাঙা কারা-বাহু মেলি আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি।
পরাধীনা অনাথিনী জননী আমার —
খুলিল না দ্বার তাঁর,
বুকে তাঁর তেমনি পাষাণ,
পথ-তরু-ছায় কেহ "আয় আয় যাদু" বলি জুড়াল না প্রাণ।

ভেবেছিনু ভাঙিলাম রাক্ষস-দেউল
আজ দেখি সে দেউল জুড়ে' আছে সারা মর্ম -মূল।
ওগো, আমি চির-বন্দী আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,
মম মুক্তি নত-শির আজ নত-লাজ।
আজ আমি অশ্রু-হারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি —
কখন জাগাবে এসে সাথী মোর ঘূর্ণি-হাওয়া রক্ত-অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল-আঁধি।
বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—
শত্রুপুরী-মুক্ত আমি আপন পাষাণ-পুরে আজি বন্দী ভাই!

ঝড়

[পশ্চিম-তরঙ্গ]

ঝড় —ঝড় — ঝড় আমি — আমি ঝড়ু —
শন্ —শন্ —শনশন শন্ — কড়কড় কড়—
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে।
জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি ক্ষতির অক্ষৌহিনী সেনা
প্রণমি বন্দিল —"প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস —
প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারি সর্বনাশ!"

বাজিল আকাশ-ঘন্টা, বসুধা-কাঁসর;
মার্তণ্ডের ধূপদানী —মেঘ-বাষ্প-ধূমে-ধূমে ভরাল অম্বর।
উল্কার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হ'তে ঘোষিল মঙ্গল;
মহাসিন্ধু-শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্ কলকল কল্ কলকল কল্।
'জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর' নির্ঘোষি' ভয়াল
বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশিস দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি' বাহু,
আমি নব রাহু!
হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা. আগমন -ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ।
অনুমানি' যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি' আছ শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হ'ল ঐ বুঝি হারা-মাতা মোর! মৌনা ঐ জননীর
শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদকুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' ব'লে।

নাহি জানি কোন্ ফণি-মনসার হলাহল-লোকে—
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগ-মাতা, কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা নাগ,
ভীষণ তক্ষক-শিশু! কোথা হয় নাগ-নাশী জনমেজয় যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী—
জন্মান্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি'।
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তুরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদি উদয় হ'তে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র-টান!
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত্য-ইন্দ্রাণী মাতা,
তব ঐ ধূলি—আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হ'তে?
লুকানু ও-অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে!
ব্যর্থ হ'ল অঞ্চল-আড়াল; বহ্নি-আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর —শনশন শন্
শন্—শন্—ঐ শুন দূর
দূরান্তর হ'তে মাগো ডাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষ-হরী সুর!

জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হ'ল দেহ, বৃথা মাগো দাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল!
ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,
মমতা—জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি;
আমি চলি প্রলয়-পথিক—দিকে দিকে মারি-মরু রচি।

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—ঝড়ঝড় ঝড়—
কোলাহল—কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল—
দুরন্ত দোলায় চড়ি-'দে দোল্ দে দোল্'
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে
উন্মদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে!

ছুটে চলি ঝড়—গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড়—
স্বেচ্ছাচার-ছন্দে নাচি'। ঝড়ঝড় ঝড়
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে মোর বজ্র-গিটকিরি,
মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি!
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।
লোকে লোকে প'ড়ে যায় প্রলয়ের ক্রন্ত কানাকানি।

ঝড়—ঝড়—উড়ে চলি ঝড় মহাবায়-পক্ষীরাজে চড়ি,
পড়-পড় আকাশের ঝোলা সামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি!
প্রমত্ত সাগর-বারি—অশ্ব মম তুফানীর খর ক্ষুর-বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার!
আমি যেন সাপুড়িয়া, মারি মন্ত্র-মার—
ঢেউ-এর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু-মুখে
জল-নাগ-নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে।
প্রিয়া মোর ঘূর্ণিবায়ু বেদুইন-বালা
চূর্ণি' চলে ঝঞ্ঝা-চুর মম আগে আগে।
ঝর্ণা-ঝোরা তটিনীর নটিনী-নাচন-সুখ লাগে
শুষ্ক খড়কুটো ধূলি শীত-শীর্ষ বিদায়-পাতায়
ফাল্গুনি-পরশে তার—আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতি মহা মহীরুহ, শাল্মলী, পুন্নাগ দেওদার,
ধরি যবে তার
জাপটি পল্লব-ঝুটি, শাখা-শির ধ'রে দিই নাড়া;
গুমরি' কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
চড়্ চড়্ ক'রে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া।

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে;
পাগলিনী কেশে ধূলি চোখে তার মায়া-মণি ঝলে।
ঘাগরীর ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণিবালা হাসির হর্রা হানি বলে—'মনোচোর।

ধর ত আমারে দেখি'—
ত্রস্ত-বাস হাওয়া-পরী, বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মম ভালে ঠেকি।
পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথ-ধূলি,
হানে গায় ঝর্ণা-কুলুকুচু, পদ্ম-বনে আলুথালু খোপা পড়ে খুলি'।
আমি ধাই পিছে তার দুরন্ত উল্লাসে;
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদভর-ত্রাসে।
দীর্ঘ রাজপথ-অজগর সঙ্কুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
ধরণী-কূর্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ-ঐরাবত-সেনাদল
গজ্জগতি-দোলা-ছন্দে; স্বর্গে বাজে বাদল-মাদল।
সপ্ত সাগর শোষি শুণ্ডে শুণ্ডে তারা—
উপুড় ধরণী-পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি-তীর-ধারা।
বয়ে যায় ধরা-ক্ষত-রসে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধারা।
চণ্ড বৃষ্টি-প্রপাত -ধারা-ফুলে
বরষার বুকে ঝলে ঝল-মালা-হার।

আমি ঝড়, হল্লোড়ের সেনাপতি; খেলি মৃত্যু-খেলা
ঘূর্ণনীয়া প্রিয়া-সাথে। দুর্যোগের হুলাহুলি মেলা
ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে।
মম প্রাণ-রঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে।
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ।—
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব- জ্বলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প-জরজর থরথর ধরিত্রীর মুখে।
বাসুকী-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু-তট ভরে ফেনা-থুকে।
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি-সিন্ধু-মন্থন-ব্যথায়
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদ্‌বুদ্; —উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি পথে।
শিবের সুন্দর ধ্রুব-আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন—দীপ মম রথে।

জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত "মিকাইলের" আতশী-পাখায়।
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে! শিখী-চূড়া তায়
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা,
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চিররাত্রি-যবনিকা।
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ-ধূম পাটল পিঙ্গাস,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিশ্বাস!

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
ঝড়কড় ঝড়—
বজ্র-বায়ু দন্তে-দন্তে ঘর্ষি' চলি ক্রোধে!
ধূলি-রক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোধে।
ঝঞ্ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত কূর্ম সম
সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়।
আমি ঝড়, জুলুমের জিঞ্জির-মঞ্জীর বাজে ত্রস্ত মম পা'য়!
ধাক্কার ধমকে মম খান খান নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ দুয়ার,
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক দুয়ার্কি ধরে আমার দুয়ার!
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বরু ডিণ্ডিম্
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম!
অম্বর-ডম্বর ডামাডোল
সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ।
ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি-অশ্রু, সহিতে না পারি' মম তাপ!
আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাভৈঃ'-অঙ্কুশ।
আমি বলি, ছুটে চল্ প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে,—
হে নবীন পুরুষ পুরুষ!
স্কন্ধে তোল্ উদ্ধত বিদ্রোহ-ধ্বজা, কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক!
পুরুষ ক্রন্দন-জয়ী,—দুঃখ দেখে দুঃখ পায়—ধিক্ তারে ধিক্!
আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেল লুফোলুফি খেলা!
বীর নিক্ বিপ্লবের লাল-ঘোড়া,
ভীরু নিক্ পারে-ধাওয়া পলায়ন-ভেলা!
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে লে রে বীর,
জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভ'রে মৃত্যু-ঘন-ক্ষীর!
আমি বলি, নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্যের হাম্মামে।
রৌদ্রের-চন্দন-শুচি, উঠে বস্ গগনের বিপুল তাজ্জামে!
আমি ঝড় মহাশত্রু স্বস্তি-শান্তি-স্থীর,
আমি বলি, শ্মশান-সুষুপ্তি শান্তি —
জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পুবে ঝঞ্ঝনা–ঝাঁঝর
ঝঞ্ঝা–জগঝম্প ঘোর–বাজায়ে চলেছি ঝড় —
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্
ঝমর্ ঝমর্ ঝন্ ঝনন্ ঝনন্ শন্
শনশনশন্
হহ হহ হহ —
সহসা কম্পিত–কণ্ঠ–ক্রন্দন শুনি কার —"উহু! উহু উহু উহু!"
সজল কাজল–পক্ষ্ম কে সিক্ত–বসন একা ভিজে —
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঁজে।
নয়ন–গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি –তারা
বায়ে–ওড়া কেতকীর পীত পরিমল!
এ কোন্ শ্যামলী পরী পুবের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায় —
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি–কদম্বের ঘন যৌবন–ব্যথায়!
জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,
ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা!
কদম্ব তমাল তাল পিয়াল –তলায়
দুর্বাদল–মখমলে শ্যামলী–আল্‌তা তার মুছে মুছে যায়!
বাঁধে বেণী কেয়া–কাঁটা–বনে।
বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া–ডাক শোনে।
দাদুরীর আদুরী কাজরী
শোনে আর আঁখি–মেঘ–কাজল গড়ায়ে
দুখ–বারি পড়ে ঝরঝরি।
ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ —রিমিরিমি রিম ঝিম্
বাজে পাঁইজোর —
কে তুমি পূরবী বালা ? আর যেন নাহি পাই জোর
চলা–পায়ে মোর, ও–বাজা আমারো বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমানী–ঝিনিঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত–বিন্দু–মাঝে!

আমি ঝড় ? ঝড় আমি ?—না, না, আমি বাদলের বায়!
বন্ধু! ঝড় নাই
কোথায় ?
ঝড় কোথা ? কই ? —
বিপ্লবের লাল–ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ —
ঐ শোনো, শোনো তার ক্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর–হানা মেঘে! —
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে,
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর! তুমি থেকো জেগে!
তুমি রক্ষী এ রক্ত–অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা!—শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের —
পুবের হাওয়ায় —।
যায় —যায় — সব ভেসে যায় —
পুবের হাওয়ায় —
হায়! —

মিকাইল — স্বর্গীয় দূত, ইনি ঝড়–বৃষ্টির নিয়ন্তা। 'নার' — অগ্নি।

BLOGYE